গাংনীতে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল চালানোর খেসারত

গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে বেপরোয়া গতির মোটরাসাইকেল চালানোর খেসারত দিলো যুবক রাসেল (১৮)। মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তায় উপর উল্টে মারাত্বক আহত হয়েছে সে। আহত রাসেল জালশুকা গ্রামের সাদ আলীর ছেলে।

আজ বুধবার (২৪ মে) বেলা ১২ টার দিকে জালশুকা গ্রামের রাস্তায় দ্রুতযোগে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পড়ে যায় সে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় । সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে সে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

খালি পেটে পেঁপে খেলে দূর হবে কোষ্ঠকাঠিন্যসহ যেসব রোগ

আমরা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে ফল খাই। তবে ফলের তালিকায় অনেকেই পেঁপে রাখি, আবার রাখি না। তবে পেঁপে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটি ফল। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজের প্রাকৃতিক উৎস থাকে পাকা পেঁপে। এজন্য চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা প্রতিদিন সকালে পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন।

পেঁপের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ই, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ফাইবার। আর এই ফলে ক্যালোরির পরিমাণও খুব কম। খেতে মিষ্টি হলেও ডাইবেটিস রোগীরা এই ফল খেতে পারেন। পেটের সমস্যায় থাকলে এই ফল বেশ উপকারী।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে শারীরিক উপকার পাওয়া যায়। তাই সবার খালি পেটে পেঁপে খাওয়ার

উপকারিতা জেনে রাখা ভাল।

প্রথমত কোষ্ঠকাঠিন্যে সমস্যায় পাকা পেঁপে ভাল কাজ করে। পেঁপে ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য সারায় এবং স্বাভাবিক মলত্যাগে সাহায্য করে। সকালে খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে পাকস্থলি সুস্থ থাকবে এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যাও দূর হবে। অ্যাসিডিটি ও বদহজমের সমস্যা কমাতেও সহায়তা করে এ ফল।

খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে ওজন কমাতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম, আর ফাইবার থাকে প্রচুর পরিমাণে। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে। ঘন ঘন ক্ষুধা পায় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পাকা পেঁপে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে বিভিন্ন সংক্রমণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

শুধু তাই নয়, প্রতিদিন সকালে খালি পেঁপে খেলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। চুল পড়াও কমে। পেঁপের ফাইবার খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

এ ছাড়া পাকা পেঁপেতে রয়েছে পটাশিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে হার্ট সুস্থ থাকে। ত্বকের জেল্লা ফেরে পাকা পেঁপে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্যও খুব উপকারী। পেঁপেতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা ত্বকের কোষ মেরামত করে। এতে ত্বক ভাল থাকে।

সূত্র: যুগান্তর

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কমিউনিটি ক্লিনিক আজ বিশ্ব স্বীকৃত-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বপ্ন ছিলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের।

স্বাধীনতার পর প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে বঙ্গবন্ধু সরকার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর দেশে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়ত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। কারণ সেগুলো চালু থাকলে মানুষ আর কেউ ধানের শীষে ভোট দেবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই কমিউনিটি ক্লিনিক আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সোমবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলো। সে সময় আওয়ামী লীগের বড় বড় মন্ত্রী, এমপিকে হত্যা করা হয়েছিলো। হত্যা করতে চেয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যার্থ করে দেয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও দেশের সাধারণ জনগন। আজ সেই শেখ হাসিনরা নেতৃত্বেই দেশ দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে থেমে নেয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। মনে রাখতে হবে নৌকায় ভোট দেয়া মানেই দেশের উন্নয়ন। আর উন্নয়নের সুফলভোগী সবাই। কারিগরী শিক্ষার উত্তর উত্তর সাফল্যের কারণে আগামীতে দেশে আর কোন বেকার থাকবেনা বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক আজিজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন, খুলনা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ মনজুরুল মুরশিদ, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজন পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান এএসএম মাহবুবুল আলম রবি, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুনসহ মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার নার্স এবং কর্মকর্তা- কর্মচারী বৃন্দ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলালীগ,

কৃষকলীগ,, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

চোখ লিভার ও কিডনিকে ভালো রাখে ঝিঙা

শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে আমিষ স্নেহজাতীয় খাবারের পাশাপাশি প্রচুর শাকসবজি খাই আমরা। ডাক্তারও প্রতিটি রোগীকে শাকসবজির প্রতি জোর দিতে বলেন। তবে সবজির তালিকাতে প্রায় আমরা ঝিঙার নাম রাখি না। অথচ ঝিঙার প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি আছে।

ঝিঙা অনেকেই পছন্দ করেন না। তবে স্বাদে খুব একটা আকর্ষণীয় না হলেও, ঝিঙা পুষ্টিগুণ ভরপুর। ওজন কমাতে, চোখ ভালো রাখতে এবং ইমিউনিটি বাড়াতে বেশ কার্যকরী এই সবজি। ঝিঙা খেলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয়, তা সবার জেনে রাখা উচিত।

ঝিঙা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং এতে ক্যালোরি খুব কম। যে কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী সবজি এটি। পাশাপাশি ঝিঙা হাইপোগ্লাইসেমিক। যে কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

ঝিঙাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে, যা চোখ ভালো রাখতে সহায়তা করে। বিশেষ করে বেশি বয়সি মানুষের ক্ষেত্রে ঝিঙা অত্যন্ত উপযোগী। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, আংশিক অন্ধত্ব এবং চোখের অন্যান্য অসুস্থতা প্রতিরোধে সহায়তা করে ঝিঙা। এ ছাড়া অপটিক স্নায়ু ভালো রাখে এই সবজি। বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থেকে চোখের রক্তনালিকেও রক্ষা করে।

ঝিঙাতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় উপাদান আর সেলুলোজ থাকে। সেলুলোজ এক ধরনের প্রাকৃতিক ফাইবার। ফলে ঝিঙা কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় এবং পেট ভালো রাখে। পাশাপাশি স্বাভাবিক মলত্যাগ এবং হজমে সহায়তা করে।

ঝিঙা ফাইবার সমৃদ্ধ , যা হজম হতে সময় নেয়। ফলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে। আর এতে ক্যালোরিও কম এবং জলের পরিমাণ বেশি , যা ওজন কমাতে অবদান রাখে।

ঝিঙা আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ , অ্যালকোহল ও অপাচ্য খাদ্যকণা দূর করে। ফলে ভালো থাকে লিভার। পিত্তরসের ক্ষরণ ভারো রাখতেও ঝিঙার অবদান অনেক। ফলে জন্ডিস থেকে সেরে ওঠার সময় ঝিঙা খেতে বলা হয়।

চোখ , লিভার , পাকস্থলী ও কিডনি সংক্রমণের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো শরীরের কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ঝিঙাতে রয়েছে ভিটামিন ‘সি ’, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম , রাইবোফ্ল্যাভিন , থায়ামিন এবং জিঙ্ক। যে কারণে ইমিউনিটি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ঝিঙা।

সূত্র : যুগান্তর

দাতের মাজন ভেবে বিষ দিয়ে দাত মাজা , হাসপাতালে ভর্তি

দাত ব্রাশ করা মাজন ভেবে ইদুর মারা বিষ দিয়ে দাত মেজে শিশু ফাতেমা খাতুন (৩) এখন হাসপাতালে।
ফাতেমা খাতুন গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাড়িয়াপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের মেয়ে।
আজ বুধবার (১৭ মে) সকাল ৯ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। শিশু ফাতেমা খাতুন এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে , তার অবস্থা আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ।
ফাতেমার মা হুসনে আরা বলেন , ঘরের মধ্যে চৌকির নিচে ইদুর মারা বিষ ছিল। মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে বিষ দাত মাজার পাউডার ভেবে দাত মাজতে শুরু করে। পরে আমি দেখে তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ বলেন, এই প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শিশু রোগীর বিষ শরীর থেকে ওয়াশ করা হলো। এর আগে বিষপান করা শিশুরোগীকে মেহেরপুর বা কুষ্টিয়াতে পাঠানো লাগতো। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

“আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ” প্রতিপাদ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার (১২ মে) সকাল সাড়ে আটটায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের পৌর ঈদগাহ গেট থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্ববধায়কের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের সভাপতিত্বে “আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডাঃ এম এ বাশার, ডাঃ মেহেদী হাসান, নার্সিং সুপারভাইজার নাজমা খাতুন, ইসমত আরা, কুলসুম আরা, আসাদুল হক, তুষার বিশ্বাস প্রমুখ।

এর আগে সেখানে বেলুন উড়িয়ে এবং কেককেটে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ৫ দালালকে ৫ দিনের কারাদন্ড

সরকারি হাসপাতালে আগত সাধারণ রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ৩ নারীসহ ৫ জন দালালকে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্ত্বরে সদর থানার পুলিশের সহযোগীতায় অভিযান চালিয়ে এসব দালালকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: মিন্টু আলীর স্ত্রী খাজুরা খাতুন(৩৫), সদর উপজেলার বাঁড়িবাকা গ্রামের ইজারুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩২), যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (৩২), দিঘিরপাড়া গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (৩২) ও দিঘিরপাড়া গ্রামের আলাউদ্দীনের মেয়ে জেসমিন খাতুন (৩৩)।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, দন্ডিতরা দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে আসা গ্রামের রোগীদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ও ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে কমিশন বাণিজ্য করে থাকেন। এতে রোগীদের সময়, অর্থ ও স্বাস্থের হানি ঘটে। এদের বারবার শতর্ক করার পরেও প্রতিনিয়ত এই অনৈতিক কাজ করে থাকেন। আজ মঙ্গলবার তাদের আটক করে দন্ড বিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় প্রত্যেককে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), সাইফুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন।

উল্লেখ্য, দন্ডিতদের এর আগেও বেশ কয়েকবার আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্নভাবে শতর্ক করা হয়েছে। তারপরেও তারা একই কাজ বার বার করেন।

দামুড়হুদায় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় কলকাতা থেকে আগত ডাক্তারদের ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার দামুড়হুদা গুলশান পাড়ায় আল বুখারী হাসপাতালে সকাল ৮ টায় শুরু হয় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প চলে রাত ৮টা পর্যন্ত।

টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন “ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি” আন্তর্জাতিক সংস্থার আন্তর্জাতিক সভাপতি ডা: প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও) ডি.আই. হোম (লন্ডন), এফ. এফ হোম (নাইজেরিয়া)।

এসময় তিনি বলেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন হোমিওপ্যাথি একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা, এই সংস্থার মাধ্যমে সারা পৃথিবীব্যাপী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচার এবং প্রচারণা ঘটিয়ে থাকি। সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশের আল বুখারী হাসপাতাল আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। আমরা তিন সদস্যের একটি টিম বাংলাদেশে আল বুখারী হাসপাতাল লিমিটেড এর শাখা অফিস ঢাকা শনির আখড়াই আসি, এখানে আমরা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় দুইশত রোগী দেখি। চুয়াডাঙ্গাতে ডাক্তারদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনার করেছি।

আল বুখারী হাসপাতালের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা শাখাতেও আমরা দিনব্যাপি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে এখানেও প্রায় দুই শত রোগী দেখেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মানুষকে সচেতন করা এবং এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কনসারভেস তৈরি করা ও রোগের প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় তা বোঝানো। আমরা এর আগেও বাংলাদেশে এসেছি কাজ করেছি।

বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথি বোর্ড আমাদেরকে অলিখিতভাবে অর্থাৎ মৌখিকভাবে পারমিশন দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা কলেজে গিয়ে মোটিভেশনাল স্ক্রিপ্ট এবং শিক্ষকদের কর্মশালা ও ছাত্রদের কর্মশালা করার অধিকার দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশে মোট ছয় দিন অবস্থান করবো ইতিমধ্যে তিন দিন কেটে গেছে।

আল বুখারী হাসপাতালের এখন বর্তমানে বাংলাদেশে চারটি শাখা আছে, তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৪টি জেলায় শাখা হবে। আমরাও আল বুখারী হাসপাতালের বাংলাদেশের সব কয়টি শাখাতেই প্রোগ্রাম করবো। মে মাসে বগুড়াতে একটা প্রোগ্রাম করবো এবং জুন মাসেও চট্টগ্রামে একটা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করবো। বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটু অসচেতনতা রয়েছে। আমি যে সব রোগী পাচ্ছি তারা সব বেশিরভাগই অসচেতন। মানুষ অনেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সর্দি কাশির ঔষধ মনে করে, কিন্তুু না, ক্যান্সার থেকে শুরু করে অনেক জটিল ও দুরারোগ্য রোগ পর্যন্ত ভালো করা সম্ভব। এখানে সব ধরনের রুগীই মোটামুটি পেয়েছি। এরমধ্যে পেটের পিড়ায় ভুগছে, যৌন, বাথ ব্যথা ব্যথা জনিত, চর্ম ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং চিকিৎসার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে পারলে খরচ কমবে এবং রোগও সারবে। দুটোর পক্ষেই ভালো। যে সকল রোগী পেয়েছি তারা দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়েও কোন সূরহা হচ্ছে না। তাদেরকে চিকিৎসা দিয়েছি। আশা করছি এ সমস্ত রোগী আমাদের চিকিৎসায় এবং হসপিটালের যে চিকিৎসকগণেরা আছে তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে হোমিওপ্যাথির সঠিক চিকিৎসা দিতে পারলে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার আরো উন্নতি হবে।

এসময় “ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি” আন্তর্জাতিক সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আজাদ মালিতা কে “সেবারত্ন পুরস্কার ২০২২-২৩” প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল ক্যাম্প টিমের দুই জন সহযোগী “ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি” আন্তর্জাতিক সংস্থার পদধারী ডা: নীলকমল বর্মন ও ডা: নীলাচল বেরা। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আল বুখারী হাসপাতাল লিমিটেড এর চেয়ারম্যান শাহ্ মোহাম্মদ আতাউল্লাহ বুখারী, এম ডি ডা: মো: আব্দুল আহাদ, অতিরিক্ত পরিচালক ডা: মো: হেলাল উদ্দিন প্রমূখ।

মেহেরপুরে রোগী কল্যাণ সমিতির যাকাত মেলা

দরিদ্র রোগীদের কল্যাণার্থে পবিত্র মাহে রমজান মাস উপলক্ষে রোগী কল্যাণ সমিতির যাকাত মেলার আয়োজন করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৮ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গনে এই যাকাত মেলার আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার, রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সমাজসেবা অফিসার মাহে জেবিন কেমি, রোগী কল্যাণ সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন আলী শামীম, রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আর এম ও ডঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান সহ আর রোগী কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার বলেন অসহায় দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পথ্য, বস্ত্র, রক্ত ও পথ্যাদি সরবরাহ, পুষ্টিকর খাবার বিনামূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। তাই সমাজের বিত্তবানদের যাকাতের একাংশ রোগী কল্যাণ সমিতিতে দেওয়ার আহবান জানান।

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে ডা:

এসএম মুস্তানজীদ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের বেলগাছী ও আহম্মদপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা: এসএম মোস্তানজীদ।

গতকাল শনিবার সকালে তিনি অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অসহায় পরিবারকে আপাতত খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন।

ডা: এসএম মোস্তানজীদ বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনেছিলাম তখন ঢাকায় ছিলাম। আমি কুষ্টিয়া ফিরেই ছুটে এসেছি এসব অসহায় ওই পরিবারগুলোর পাশে। এসব পরিবারের মানুষের বিপদে আমি সবসময় থাকতে চাই।

তিনি বলেন, আমি ব্যাক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা প্রদান করেছি। আগামীতে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করবো। এছাড়াও বিত্তশালীদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধও জানান তিনি।

অসহায় পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে স্থানীয় শাহীন আলী জানান, বেলগাছী ও আহম্মদপুর গ্রামে পানবরজ ও বসতবাড়িতে আগুন লাগে।

আগুনে ১১ টি পরিবারের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। খবর পেয়ে ডা: এসএম মোস্তানজীদ স্যার পরিদর্শন করেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ সময় জেলা পরিষদের সদস্য আলহাজ্ব মহাম্মদ আলী জোয়ার্দ্দার, বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ শফিকুল ইসলাম মন্টু, প্রেসক্লাবের সভাপতি বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস, আলো সংস্থা নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহাম্মেদ, আরোহী সংস্থার সাবেক নির্বাহী পরিচালক হোসেন শহীদ সরোয়ার্দী ফেমাস, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুলাল, শাহ আলম, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মাসুম বিশ্বাস, আসলাম হোসেন, সেতু এনজিওর সাবেক সভাপতি ওমর আলী, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, সহ-সভাপতি শাহাজাহান আলী বিশ্বাস, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহিন